

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

338860 - যবে ব্যক্তী পশ্চিমী দকীে সফর শুরু করছে তর নামায ও ইফতারে সময় সে যবে দেশে থেকে বরেয়িছে সে দেশে থেকে বলিম্ব হয়ে যাচ্ছে

প্রশ্ন

জনকৈ ব্যক্তী নাইজেরিয়া থেকে কুরিয়র উদ্দেশ্যে সফর করছে। নাইজেরিয়াতে সে রোযা ছলি এই আশায় যবে, সে কুরিয়াতে গয়িে ইফতার করবে। পথমিধ্যযে সে যোহর ও আসররে নামায বমিনরে ভতেরে মুসলমি যাত্রীদরে সাথে আদায় করছে। সে আশা করছেলি মাগরবিরে নামায কুরিয়াতে পড়বে এবং সেখনই ইফতার করবে। কনিতু অদ্ভুত ব্যাপার হলো সে যবে লোকদরে সাথে সাক্ষাত করল তারা যোহররে নামাযরে জন্য আযান দচ্ছিলি। সে মসজদিরে দয়োল ঘড়তিে দেখেল তখন বলো ১টা বজে ৩০ মনিটি। সূর্য তখনও মাথার উপরে। সে পরেশোন হয়ে নাইজেরিয়াতে তার স্ত্রীকে ফোন করল। তার স্ত্রী জানাল যবে নাইজেরিয়াতে তারা ইফতার খয়ে, তারা বীর নামায পড়ে ঘুমাতে যাচ্ছে। নাইজেরিয়াতে তখন রাত নয়টা বাজে। এমতাবস্থায় সে কী কুরিয়র স্থানীয় সময়রে সাথে মলিয়িে রোযা চালয়িে যাবে? অনুরূপভাবে তাদরে সাথে যোহররে নামায পড়বে? নাকি মাগরবিরে নামায পড়বে? নাকি নাইজেরিয়া থেকে তার স্ত্রীর সংবাদবাদরে ভিত্তিতে ইফতার করবে?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

যবে ব্যক্তী ওয়াক্ত প্রবশে করার পর নামায আদায় করে নয়িছে। এরপর তার গন্তব্যে পৌঁছার পর সেখনে ঐ ওয়াক্ত প্রবশে করুক বা না করুক; যবে নামাযটি সে একবার পড়ছে সে নামায পুনরায় পড়া তার উপর আবশ্যক নয়। কনেনা একদনিে এক নামায দুইবার পড়তে হয় না। তাই যখন সহহিভাবে নামাযটি আদায় হয়ছে তখন পুনরায় পড়া আবশ্যক নয়। তবে রোযাদার সূর্য ডোবার আগতে রোযা ভাঙগবে না; পশ্চিমী দকীে গমন করার কারণে সূর্য ডোবা যত বলিম্ব হোক না কনে। সে ব্যক্তী যবে দেশে থেকে সফর শুরু করছেনে সেই দেশে সূর্য ডুবাটা ধর্তব্য নয়; যদি সেই দেশে থেকে বরে হওয়ার আগতে সেখনে সে সূর্যাস্ত না পয়ে থাকে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

যে ব্যক্তি পশ্চিম দিকে সফর করছে এবং তার গন্তব্যে যোহররে ওয়াক্তে পৌঁছেছে, কিন্তু পথমিধ্যসে সে যোহররে নামায পড়তে ফলে তাহলে যোহররে নামায পুনরায় পড়া তার উপর আবশ্যকীয় নয়। কেননা এক নামায দুইবার পড়া যায় না। উল্লেখ্য, পশ্চিম দিকে গমন করার মাধ্যমে নামাযের ওয়াক্ত প্রবশেরে সময় বলিম্বতি হবে।

অনুরূপভাবে সে ব্যক্তি যদি আসররে নামাযও পড়তে থাকে তাহলে পুনরায় পড়া তার উপর আবশ্যকীয় নয়; চাই সে ব্যক্তি যোহররে সময় পৌঁছাক কিংবা আসররে সময় পৌঁছাক।

আরও জানতে দেখুন: 22387 নং প্রশ্নোত্তর।

কিন্তু কউে যদি মসজিদে উপস্থিতি থাকে এবং নামাযের ইকামত দয়া হয় তাহলে তিনি জামাতের সাথে পুনরায় নামায পড়বে। এই নামায তার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে। যহেতে ইমাম তরিমযি (২১৯) ও ইমাম নাসাঈ (৮৫৮) ইয়াজদি ইবনুল আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হজ্জ করছি। আমি মসজিদুল খাইফে তাঁর সাথে ফজররে নামায আদায় করলাম। নামায শেষে তিনি একটু কোনোকুনি হয়ে বসলেন। এর মধ্যে তিনি লোকদের পেছনে দুইজন লোককে দেখতে পেলেন যে দুইজন তাঁর সাথে নামায পড়েনি। তখন তিনি বললেন: এই দুইজনকে নিয়ে আস। তাদের দুইজনকে আনা হল। তাদের বুক ধুধুরু কাঁপছিল। তিনি বললেন: আমাদের সাথে নামায পড়তে তোমাদেরকে কসি বাধা দলি? তারা দুইজন বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আমাদের আস্তানাতে নামায পড়ছি। তিনি বললেন: এমন কাজ আর করো না। যদি তোমরা তোমাদের আস্তানাতে নামায পড়তে থাক এরপর কোন জামে মসজিদে আস তখন তোমরা তাদের সাথে নামায পড়বে। এই নামায তোমাদের জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে।” [আলবানী হাদিসটিকে সহহি আখযায়তি করছেন]

দুই:

কিন্তু রোযার ক্ষত্রে সে যে স্থানে রয়েছে সে স্থানের সূর্য ডোবা ছাড়া রোযা ভাঙা বধৈ নয়। যদি কউে তার গন্তব্যে পৌঁছে দেখে যে, তখনও সূর্য ডুবেনি তাহলে তার জন্য সূর্য ডোবার পূর্বে ইফতার করা বধৈ হবে না; এমনকি যদি সময় দীর্ঘ হয়ে যায় তবুও। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূরণ কর।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭] এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যখন এ দিক থেকে রাত আগমন করবে এবং এ দিক থেকে দিন প্রস্থান করবে এবং সূর্য ডুবে যাবে তখন রোযাদার ইফতার করবে।” [সহহি বুখারী (১৯৫৪) ও সহহি মুসলিম (১১০০)]

এই আলোচনার ভিত্তিতে: এই মুসাফরি যখন কুরিয়া পৌঁছেছেন তখন সেখানের মানুষ যোহররে ওয়াক্তে ছিল। এই ব্যক্তি যদি তার রোযাটি পূরণ করতে চান তাহলে তাকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। নাইজেরিয়াতে সূর্য ডোবাটা ধরতব্য নয়।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আর যদি তিনি মুসাফরি হওয়ার কারণে ছাড় গ্রহণ করে রোযা ভেঙে ফেলেন তাহলে তিনি তা করতে পারেন। বিশেষতঃ হঠাৎ করে দনিট যদি এত বেশী দীর্ঘ হয়ে যায় এবং তার জন্য নতুন স্থানে রাত পর্যন্ত রোযাটি পূর্ণ করা কষ্টকর হয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি রমযানের পর এ দনিটির রোযা কাযা পালন করবেন।

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

“এক ছাত্র আমারিকার কোন এক শহরে অধ্যয়নরত। সে তার ঘটনা বলল যে, একবার সে যে শহরে থেকে পড়ে সে শহর থেকে ভ্রমণ করতে বাধ্য হল। সে ফজরের সময় রোযা ধরছে। যে শহরে উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করছে ঐ শহরে পৌঁছেছে সন্ধ্যার সময় অনুযায়ী মাগরিবের পর। কিন্তু সে দেখতে পলে এর মধ্যে ১৮ ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু তার রোযা শেষ হয়নি। অথচ সাধারণত সে ১৪ ঘন্টা রোযা রাখত। এমতাবস্থায় সে কি অতিরিক্ত ৪ ঘন্টা রোযা চালিয়ে যাবে? নাকি সে যে শহরে থাকে সে শহরে সময় অনুযায়ী ইফতার করে ফেলবে? সেই শহর থেকে ফরোর সময় বিপ্লীতটা ঘটল। তখন দনিরে সময় ১৪ ঘন্টা কম ৩ ঘন্টা হয়ে গলে।

এর জবাবে শাইখ বললে: সে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত রোযা চালিয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যখন এ দিক থেকে রাত আগমন করবে, তিনি পূর্বদিকে ইশারা করবে এবং এ দিক থেকে দনি প্রস্থান করবে; তিনি পশ্চিম দিকে ইশারা করবে এবং সূর্য ডুবে যাবে তখন রোযাদার ইফতার করবে।”

অতএব সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সে ছাত্রকে তার রোযার উপর থাকতে হবে; এমনকি যদি চার ঘন্টা বেড়ে যায় তবুও।

সৌদি আরবে এর সম ধরণে উদাহরণ হচ্ছে: কড়ে যদি পূর্ব প্রদেশে সহেরী খাওয়ার পর পশ্চিম প্রদেশে উদ্দেশ্যে সফর করে তখন দূরত্ব অনুপাতে তার সময় বেড়ে যাবে।” [মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৯/৩২২)]

ড. আব্দুল্লাহ আস-সাকাকরি ‘নাওয়াযলিস সিয়াম’ গ্রন্থে বলেন: “দ্বিতীয় মাসয়ালা: কোন মুসাফরি তার দেশে সূর্য ডুবুর কিছুক্ষণ পূর্বে যদি পশ্চিম দিকে সফর করে তাহলে তার সূর্য ডোবা বলিম্বতি হবে। উদাহরণতঃ তার দেশে যদি সন্ধ্যা ৬টায় সূর্য অস্ত যায় আর সে ৬টা বাজার ১০ মিনিট আগে মরক্কোর উদ্দেশ্যে বমানে চড়ে সে এই পথে যত অগ্রসর হতে থাকবে তার দনি তত বড় হতে থাকবে। কেননা মরক্কোতে সূর্য ৮টার আগে অস্ত যাবে না। এভাবে এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা সূর্যকে উদীয়মান অবস্থায় সে পাবে। এমন ব্যক্তিকে আমরা কী বলব?

আমরা বলব: সূর্য না ডুবা পর্যন্ত ইফতার করবে না। এমনকি এতে করে যদি সময় দুই ঘন্টা, চার ঘন্টা, পাঁচ ঘন্টা বা তার চেয়ে বেশী বেড়ে যায় তবুও। তবে তার এই এখতিয়ার থাকবে যে, সে মুসাফরিরে বধিবিধান গ্রহণ করে এবং ছাড় নিয়ে রোযা

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ভঙ্গে ফলেবে। আর রোযা পূর্ণ করতে চাইলে তাকে অতিরিক্ত সময়টুকুও (রোযা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে) বরিত থাকতে হবে। কনেনা কুরআনে কারীম রোযা ভঙ্গার জন্য একটীসীমা নরিধারণ করে দিয়েছে। “অতপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর”।[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যদি রাত এ দকি থেকে আগমন করে এবং এ দকি থেকে প্রস্থান করে এবং সূর্য অস্ত যায় তখন রোযাদার ইফতার করবে।”

আর যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য অস্ত যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এই লোকে দনি শেষে হবে না। অতএব, সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে বরিত থাকা তার উপর ওয়াজবি কথিবা সবে সফররে ছাড় গ্রহণ করে রোযা ভঙ্গে ফলেতে পারে এবং এই দনিরে বদলে অন্য একদনি রোযাটি রাখতে পারে”।[<https://bit.ly/2Zq4574> থেকে সমাপ্ত]

সারকথা:

- ১। যবে ব্যক্তি ওয়াক্ত প্রবশে করার পর নামায আদায় করে নিয়েছে। পরবর্তীতে তার গন্তব্যে পৌঁছার পর সখোনে এই ওয়াক্ত প্রবশে করুক বা না করুক; যবে নামাযটি সবে একবার পড়ছে সবে নামায পুনরায় পড়া তার উপর আবশ্যিক নয়। কনেনা একদনিএ এক নামায দুইবার পড়তে হয় না। তাই যখন সহহিভাবে নামাযটি আদায় হয়েছে তখন পুনরায় পড়া আবশ্যিক নয়।
- ২। রোযাদার সূর্য ডোবার আগে রোযা ভঙ্গবে না; পশ্চিমি দকিএ গমন করার কারণে সূর্য ডোবা যত বলিম্ব হোক না কনে। সবে ব্যক্তি যবে দেশে থেকে সফর শুরু করেছেন সেই দেশে সূর্য ডোবাটা ধর্তব্য নয়; যদি সেই দেশে থেকে বরে হওয়ার আগে সখোনে সূর্যাস্ত না ঘটবে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।